ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

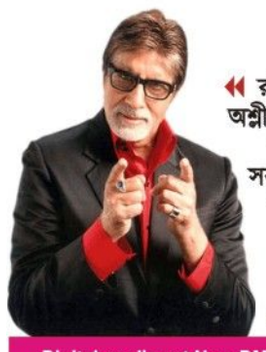

রাশমিকার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, সরব হলেন অমিতাভ

পৃঃ ৫

শচীনকে স্পর্শ করে কোহলি, 'তার মতো ভালো হতে পারব না'

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৫ ● কলকাতা ● ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১০ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে কিছু ঘটে গেলে দায় নেবে কে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ব্রিগেডে এক মঞ্চে

হাজির হবেন মোদী-মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বর মাসে মেগা ইভেন্ট করতে চলেছে বিজেপি । আগামী ২৪ ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তীর দিন ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের কর্মসূচি নিয়েছে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠন। আর সেখানে উপস্থিত থাকার কথা খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ।ওই সংগঠনের সভাপতি তথা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই কর্মসূচি সকলের জন্য। কোনও রাজনীতি নয়। মানব কল্যাণের লক্ষ্য নিয়েই এই অনুষ্ঠান। আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসুন। পরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা ভাবি। সব ঠিক থাকলে উনি ওই দিন অনুষ্ঠানে থাকছেন। সকলের সঙ্গে গীতা পাঠে অংশও নেবেন।'উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর , কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা খবর, প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন এই অনুষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সম্মতি না এলেও আয়োজকদের দাবি, মোদীর সফর একপ্রকার পাকা।অখিল ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ নামে একটি সংগঠন এই কর্মসূচি নিয়েছে। সেই সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে বাংলার বিভিন্ন মঠ এবং মন্দির।

তিনি আরও জানান, 'আমরা কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ করব। সমবেত কণ্ঠে তাঁরা গীতা পাঠ করবেন। এটা অতীতে বিশ্বের কোথাও কখনও হয়নি।' এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বলেন, 'সব রাজনৈতিক দলের সাংসদ, বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানাব। সামনেই জগদ্ধাত্রী পুজো রয়েছে। তা মিটে গেলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে!

মহুয়াকে বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহুয়া মৈত্র ইস্যুতে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। শাসকদলের 'নীরবতা' নিয়ে সরব হচ্ছিল বিরোধীদের একটা অংশ। এর অন্যতম কারণ ছিল এই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ না খোলা। অবশেষে মহুয়া ইস্যুতে নীরবতা ভাঙলেন অভিষেক।মহুয়া ইস্যুতে এথিক্স কমিটির দ্বিচারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, 'এথিক্স কমিটির কাছে আরও অনেক অভিযোগ পড়ে রয়েছে। বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরি সংসদে দাঁড়িয়ে অশ্রাব্য কথাবার্তা বলেছেন। সংসদের অপমান করেছেন। তাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মানুষ সব দেখছে।'বুঝিয়ে দিলেন, কৃষ্ণনগরের সাংসদের পাশেই আছেন তিনি। তবে, বিজেপির তৈরি চক্রব্যুহ থেকে বেরনোর লড়াইটা তাঁর একার। আর এই লড়াইটা লড়তে হবে তাঁকেই।

বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে থেকে বেরিয়ে মহুয়া ইস্যুতে অভিষেক ফের প্রতিহিংসার অভিযোগ তুললেন। বলে গেলেন,' সরকারের বিরুদ্ধে কেউ লড়লে, সরকারকে প্রশ্ন করলে, আদানি ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করলে এভাবেই তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করা হচ্ছে।' এথিক্স কমিটি যেভাবে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করেছে, সেটারও বিরোধিতা করেছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য,' এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান নিজেই রিপোর্টে লিখছেন,

এরপর ৩ পাতায়

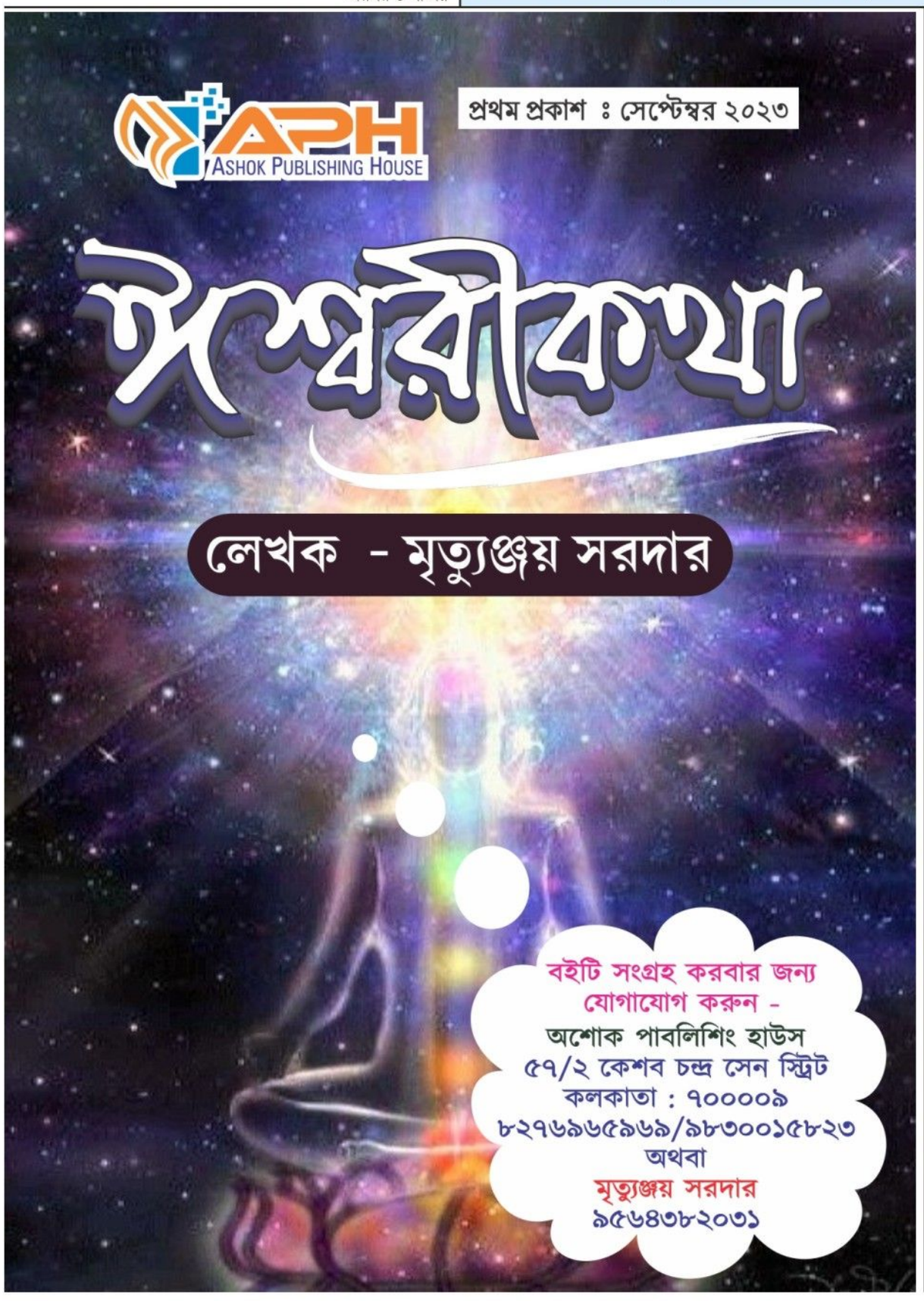

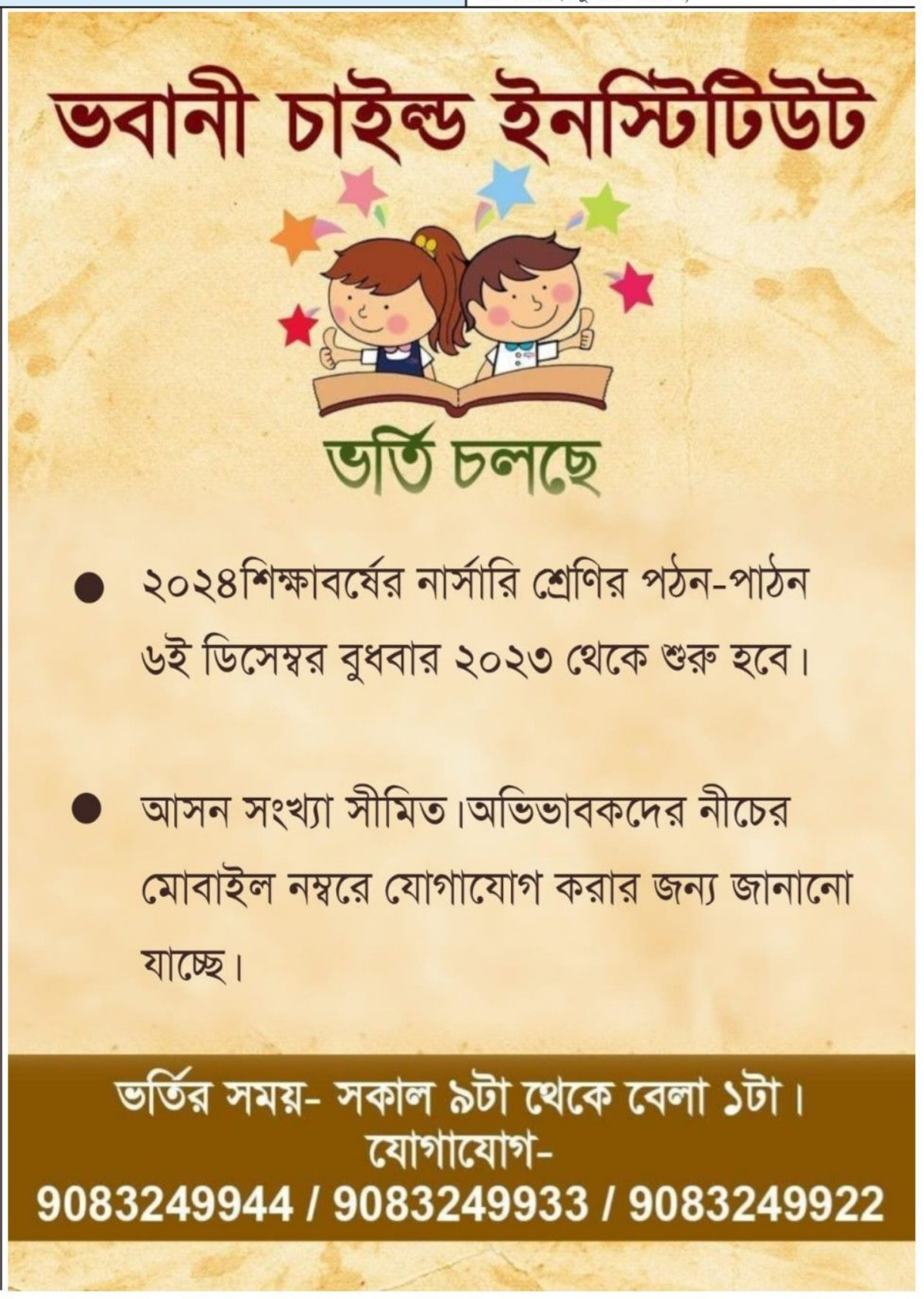

অভিষেকের ৬০০০ পাতার নথিপত্র

'কে লিখেছে জানি' দাবি শুভেন্দুর

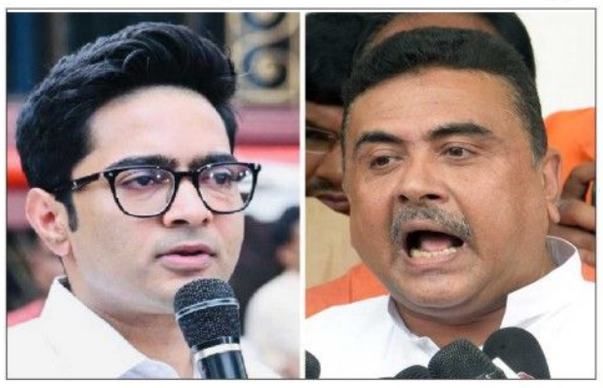

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে প্রায় ছ'হাজার পাতার নথি তুলে দিয়ে এসেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ১১টা নাগাদ ইডির দফতরের ঢোকার এক ঘণ্টা পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে সে কথা নিজেই জানান তৃণমূল সাংসদ। তার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, অভিষেকের ইডি দফতরে জমা দেওয়া নথি কোথায় বসে কে লিখেছেন, তা তিনি জানেন।নাম না করে দলীয় সভামঞ্চ থেকে বিষ্ণুপুরের দলবদলু বিধায়ক তন্ময় ঘোষকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। বুধবার দুপুর থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তন্ময়ের চালকলে ম্যারাথন তল্লাশি চালাচ্ছে আয়কর দফতর। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "কাল থেকে চালচোর, ধানচোর, মদওয়ালার সঙ্গে কী চলছে? কেমন লাগছে? ভাল লাগছে তো?" শুভেন্দুর সংযোজন, "এক দিন আগে দলবদল করে প্রার্থী হয়েছিল ধান, চাল ও মদ চোরটা। তাঁকেও আপনারা বাঁ হাতে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছিলেন ২০ হাজার ভোটে। বেয়াদবটা প্রার্থী না হলে আপনারা পঞ্চাশ হাজার ভোটে এই আসন বিজেপির হাতে তুলে দিতেন।" সদ্য দলবদলু কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "এরপর হরকালীর পালা। দেড় কোটি টাকা দিয়ে বাঁকুড়ায় বাড়ি করেছে। বৌ বাঁকুড়া মেডিক্যালে নার্সের চাকরি করে। তৃণমূল বৌকে উত্তরবঙ্গে বদলির হুশিয়ারি দিয়েছিল। হরকালী বলেছিল আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আগে হাওয়াটা বুঝে নিই।"ঘুষ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের জেলে যাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করলেন শুভেন্দু।

অভিষেক সংক্রান্ত মন্তব্যে শুভেন্দুকে পাল্টা বিঁধেছে তৃণমূলও। দলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, "ইডি, সিবিআই এবং বিজেপির রক্ষাকবচ উঠে গেলে যাঁর এক দিনও শ্রীঘরের বাইরে থাকার কথা নয়, সেই বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির এমন ধরনের কথা বলা স্বাভাবিক। প্রথমে মনে রাখতে হবে, ওঁর নাম সুদীপ্ত সেন চিঠি দিয়ে সিবিআইকে জানিয়েছে এবং সিবিআইয়ের এফআইআর-এও আছে। সবজান্তা গামছাওয়ালা শুভেন্দুর পরিণতি শুধুমাত্র সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতার অপেক্ষায়।" বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটেই ইডি দফতরে পৌঁছে গিয়েছিলেন অভিষেক। বেরিয়ে আসেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। বাইরে এসে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "ওঁরা তথ্য চেয়েছিলেন। আমি ওঁদের ৬০০০ পাতার নথিপত্র জমা দিয়ে এসেছি। ওঁরা বলেছেন, এত নথি দেখতে সময় লাগবে। দরকার পড়লে আপনাকে আবার ডেকে পাঠাব।" অভিষেকের সংযোজন, "আমি তদন্তে বরাবর সহযোগিতা করেছি। চাইলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক নথি পাঠিয়ে দিয়ে দায় সারতে পারতাম। কিন্তু আমার লুকোনোর কিছু নেই। ওরা মাত্র দু'দিন আগে আমাকে নোটিস পাঠিয়ে নথি নিয়ে সশরীরে হাজির হতে বলেছিল। তাই আমি আজ নথি নিয়ে এসেছিলাম। ভবিষ্যতেও যত বার ডাকবে, তত বার আসব।"এর প্রেক্ষিতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলীয় মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, "একটি ল ফার্ম ৬৫০০ পাতার ইতিহাস লিখে দিয়েছে আর উনি গিয়ে তা জমা দিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রুচিরা নারুলা (অভিষেকের স্ত্রী), মেনকা গম্ভীর (অভিষেকের শ্যালিকা), লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস (অভিষেকের সংস্থা) কোথাও কিছু লুকানো নেই। সব সাদা। এই ইতিহাস কোথায় বসে এবং কে লিখে দিয়েছে সব আমি জানি।"

মহুয়া প্রসঙ্গেও শুভেন্দু মন্তব্য, "দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে ওই সাংসদ যে ধরনের হঠকারী ও দেশবিরোধী কাজ করেছেন, তাতে তাঁর সাংসদ পদ যাওয়াটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।" বৃহস্পতিবারই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে মহুয়াকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। তার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা বলেন, "সংসদের মেয়াদ আর পাঁচ থেকে ছ'মাস আছে। তাই শুধু সদস্যপদ গেলেই হবে না। রাজ্যের মানুষ চায়, এই ধরনের ফ্রড (প্রতারক) সাংসদ যেন জেলে যায়।"বিষ্ণুপুরে দলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে সিপিএম-কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু। দুর্নীতির প্রশ্নে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই বিজেপি করছে বলে দাবি করেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা বলেন, "সিপিএম সেটিংয়ের রাজনীতি করে। বিজেপি সেটিং করে না। ২০১১-তে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ছিলেন সুর্যকান্ত মিশ্র। ২০১৬-তে বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস। কিন্তু এরা কেউই লড়াই করেনি। ওরা তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

XAT 2024-এর জন্য অ্যাপ্লিকেশনের উইন্ডোজ শীঘ্রই বন্ধ হচ্ছে;

নিবন্ধন শেষ হবে 30 নভেম্বর 2023 তারিখে

XAT

Xavier Aptitude Test

Kolkata, 09 November 2023: নিউজ সারাদিন : জেভিয়ার অ্যাপটিটিউড টেস্ট (এক্সএটি), একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্তরের এমবিএ প্রবেশিকা পরীক্ষা, ঘোষণা করেছে যে XAT 2024-এর জন্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ 30 নভেম্বর 2023 হবে। XAT 2024-এর নিবন্ধনের সময়সীমা কাছাকাছি আসার সাথে সাথে, ম্যানেজমেন্ট প্রার্থীদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য www.xatonline.in-এ অনলাইনে তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। XAT 2024 রবিবার, 7 জানুয়ারী, 2024 তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

"XAT ঐতিহ্যগত পরীক্ষাগুলিকে অতিক্রম করে; এটি একটি সুচিন্তিত কাঠামোগত মূল্যায়ন যা একদম গোড়া থেকে কাজ করা ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করে। আমাদের প্রতিশ্রুতি হল পরিচালনার গতিশীল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রার্থীদের গড়ে তোলা। 160+ XAMI এর বেশি নেটওয়ার্ক সহ এবং XAT অ্যাসোসিয়েট কলেজগুলি XAT স্কোরকে মূল্য দেয়, সুযোগের পরিসর বিশাল এবং বহুমুখী, XAT 2024-এর আহ্বায়ক ড. রাহুল শুক্লা এই বিষয়টি হাইলাইট করেছেন।

XAT 2024-এ আগ্রহী প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে পারেন। XAT 2024-এর রেজিস্ট্রেশন ফি 2100/- টাকা ধার্য করা হয়েছে। যাইহোক, XLRI প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের অতিরিক্ত ফি দিতে হবে জং. 200/- প্রতি ক্ষেত্রে। প্রবেশিকা পরীক্ষার স্কোর দেশব্যাপী 160টিরও বেশি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট দ্বারা স্বীকৃত, যা সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লোভনীয় গেটওয়ে হিসেবে এর অবস্থানকে মজবুত করে। যেকোনো প্রকারের শেষ মুহূর্তের জটিলতা এড়াতে প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

XAT 2024 প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জন্য তাদের যোগ্যতা, যৌক্তিক যুক্তি, ভাষার দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রদানের মাধ্যমে, XAT-এর লক্ষ্য হল ব্যবসা এবং ব্যবস্থাপনার জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সম্ভাবনা সম্পন্ন প্রার্থীদের চিহ্নিত করা। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে, XLRI ব্যবস্থাপনা শিক্ষার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য এই জাতীয় স্তরের পরীক্ষা নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করে আসছে। ভারতের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিসাবে, XAT ক্রমাগতভাবে আধুনিক পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করতে বিকশিত হয়েছে। বহুমাত্রিক পরীক্ষার কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে, XAT কে ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতাকে অর্থপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করার জন্য সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিযোজনযোগ্যতার প্রতি এই অবিচল প্রতিশ্রুতি দৃঢ়ভাবে XAT-কে ম্যানেজমেন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

XAT 2024 ভারতের অসংখ্য শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, প্রার্থীদের জন্য ব্যাপক অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। পরীক্ষার কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি-এনসিআর, আহমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, কলকাতা, তিরুবনন্তপুরম এবং আরও অনেকগুলি, মোট 80+ শহরে বিস্তৃত। এই বিস্তৃত প্রাপ্তি দেশব্যাপী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবস্থাপনা পেশাদারদের জন্য সমান সুযোগ প্রদানের জন্য XAT-এর নিবেদনকে আরও জোরদার করে।

উপসংহারে, XAT 2024 উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবস্থাপনা পেশাদারদের সাফল্যের দিকে একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করার জন্য একটি অতুলনীয় সুযোগ প্রদান করে। এখন রেজিস্ট্রেশন খোলার সাথে, প্রার্থীরা www.xatonline.in এ অনলাইন নিবন্ধন করে একটি প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবস্থাপনা ক্যারিয়ারের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারে।

খাদি পণ্য কেনায় ১১ নভেম্বর পর্যন্ত

২০ শতাংশ বিশেষ ছাড় মিলবে

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ১০৬তম মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উৎসবের মরশুমে স্থানীয় পণ্য কেনায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে সাধারণের কাছে আবেদন রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে 'স্থানীয়ের জন্য সওয়াল' এর ভাবনাকে আরও জোরদার করতে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন (কেভিআইসি)-র চেয়ারম্যান শ্রী মনোজ কুমার নতুন দিল্লির কনট প্লেসে খাদি লাউঞ্জে মঙ্গলবার ৫ দিনের দীপাবলী উৎসবের উদ্বোধন করেন। 'দীপাবলী উৎসব'-এ সাধারণ মানুষের সামনে স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত পণ্য আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খাদি পণ্যের বিক্রি বাড়লে গ্রামীণ কারিগরদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পালে হাওয়া লাগে। দিল্লির এই দীপাবলী উৎসবে ৫০ থেকে ১০০০ টাকা দামের নানান ধরণের গ্রামীণ শিল্প ও কুটির শিল্প সামগ্রী কেনার সুযোগ পাবেন মানুষ। দামে মিলবে ২০ শতাংশ ছাড়। গত অর্থবর্ষে মোট ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকার খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পপণ্য বিক্রি হয়েছিল। কর্মসংস্থান হয়েছিল ৯.৫৪ লক্ষ মানুষের- যা একটি রেকর্ড। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান জানান, এ বছর গান্ধী জয়ন্তীতে একদিনে নতুন দিল্লির কনট প্লেসের খাদি ভবন থেকে ১.৫২ কোটি টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে। তিনি দেশজ খাদিপণ্য আরও বেশি করে কেনার জন্য সাধারণের প্রতি আবেদন রেখেছেন।

৬ হাজার পাতার নথি

জমা দিয়েই বেড়িয়ে এলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ্মীবারে হাসতে হাসতেই পা রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কার্যালয়ে। মাত্র ১ ঘন্টা সেখানে থেকেই ফের হাসতে হাসতেই বেড়িয়ে এলেন তিনি। তাজ্জব বিরোধীজোট। খুশির হাওয়া তৃণমূলে। আর তিনি নিজে বেড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, '৬০০০ পাতার নথিপত্র জমা দিয়ে এসেছি। ওঁরা বলেছেন, এত নথি দেখতে সময় লাগবে।

এদিন সকাল ১১টা ৫মিনিটে সি জি ও কমপ্লেক্স-এ আসেন অভিষেক। বেরিয়ে আসেন ঠিক দুপুর ১২টা ৬মিনিটে। বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'আমি চাইলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক নথি পাঠিয়ে দিয়ে দায় সারতে পারতাম। কিন্তু আমার লুকনোর কিছু নেই। যত বার ডাকবে তত বার আসব। ৬০০০ পাতার নথিপত্র জমা দিয়ে এসেছি। ওঁরা বলেছেন, এত নথি দেখতে সময় লাগবে। দরকার পড়লে আপনাকে আবার ডেকে পাঠাব। তদন্তে সহযোগিতা করব। আগেও করেছি। বর্তমানেও করব। ভবিষ্যতেও করব। আমি আবারও বলছি আমার লুকনোর কিছু নেই।' উল্লেখ্য, এর আগে অভিষেক একাধিকবার ইডি ও সিবিআই'র তলবে হাজিরা দিয়ে তাঁদের দফতরে হাজিরা দেন। কিন্তু তিনি কখনই সেই সব দিনে এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেড়িয়ে আসেননি। এমনকি এর আগে টানা ৯ ঘন্টা থেকে ১১ ঘন্টাও টানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এদিনের দ্রুত বেড়িয়ে আসার ঘটনায় তৃণমূল বিরোধী শিবির রীতিমত ধাক্কা খেয়েছে। সেই সঙ্গে স্বস্তি নেমে এসেছে তৃণমূলের অন্দরে। দরকার পড়লে আপনাকে আবার ডেকে পাঠাব।' তিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন তাঁকেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল কলকাতার কান ঘেঁষে থাকা সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স -এ থাকা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র কার্যালয়ে। সেই সূত্রেই এদিন গোটা রাজ্য তথা দেশবাসীর নজর ছিল অভিষেক ও ইডি'র কার্যালয়ের দিকে। কিন্তু মাত্র ১ ঘন্টার মধ্যেই সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে অভিষেক বড়সড় ধাক্কা দিয়ে দিলেন তৃণমূল বিরোধীদের তথা বিজেপিকে।

বিশ্বভারতীতে গঙ্গাজল ছেটাল তৃণমূল,

বিদ্যুৎ যেতেই অকাল হোলি খেলায় বিতর্ক শান্তিনিকেতনে

বীরভূম: নিউজ সারাদিন : নতুন উপাচার্যকে ফলক বদলের সময় দিয়ে ১৪ দিন পর ধরনা তুলল তৃণমূল। বুধবারই কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয় বিদ্যুত চক্রবর্তীর। নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কলাভবনের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। বিদ্যুতবাবুর মেয়াদ শেষ হতেই বৃহস্পতিবার তাঁর দফতরে এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে সবুজ আবির ওড়ালেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।বিদ্যুত চক্রবর্তীর সময়কালে তাঁর একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তোলপাড় হয়েছে বিশ্বভারতী। কখনও তাঁর আক্রমণের নিশানা হয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কখনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, আশ্রমিক, প্রাক্তনী, পড়ুয়ারাও বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতেই খুশির হাওয়া বোলপুর-শান্তিনিকেতনে। কারণ পৌষমেলা ও বসন্তোতসব বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল শান্তিনিকেতনের সর্বস্তরের মানুষের। এদিন আন্দোলন শেষে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে বিদ্যুত চক্রবর্তী বিদায় নেওয়ায় গঙ্গাজল ছেটায় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ উপাচার্যের দফতরের সামনেও গঙ্গাজল ছেটান তাঁরা। পরে সেখানেই সবুজ আবির খেলায় মাতেন সকলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সরকারি দফতরে ঢুকে আবির খেলা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে এই অকাল হোলি খেলায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের অনুরোধে তৃণমূল আন্দোলন প্রত্যাহার করল। নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ফলক বদলের সময় দেওয়া হয়েছে। যদি কিছুদিনের মধ্যে ফলক বদল না হয়, ফের তৃণমূল-কংগ্রেস আন্দোলনে নামবে।'

১৭ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। তারপরেই শ্বেতপাথরের তিনটি ফলক বসিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই ফলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উপাচার্য বিদ্যুত চক্রবর্তীর নাম থাকলেও ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই গত ১৩ দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে চলে তৃণমূলের ধরনা-বিক্ষোভ। এরই মাঝে বুধবার উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ শেষ হয় বিদ্যুত চক্রবর্তীর।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে! মহুয়াকে বার্তা অভিষেকের

মহুয়ার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত প্রয়োজন। আমার প্রশ্ন, বিষয়টা যখন তদন্তসাপেক্ষ, আপনার কাছে যখন কোনও প্রমাণ নেই, তখন আপনি সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করলেন কী ভাবে?'

দলীয় সাংসদের পাশে দাঁড়ালেও অভিষেক এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, মহুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই অভিযোগের জবাব তাঁকেই দিতে হবে। নিজের উদাহরণ তুলে ধরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন,' আমার মনে হয়, মহুয়া নিজের লড়াই নিজেই লড়তে সমর্থ। আমাকেও চার বছর ধরে নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। একের পর এক মামলায় ডেকেছে। একটা মামলায় না পারলে অন্য মামলায় ডেকেছে। এটাই এঁদের পদ্ধতি।'

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে কিছু ঘটে গেলে দায় নেবে কে

যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

প্রধানমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে

উত্তরাখণ্ডের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে উত্তরাখণ্ডের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন যে, দেবভূমি উত্তরাখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে অমূল্য অবদান রেখেছে।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন;

"ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সমৃদ্ধিতে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের অমূল্য অবদান আছে। প্রাকৃতিক পর্যটনের জন্য প্রসিদ্ধ এই রাজ্যে আমার সকল পরিজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পরাক্রমশালী। আজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁদের আমার অনেক অনেক শুভ কামনা।"

২ পাতার পর

অভিষেকের ৬০০০ পাতার নথিপত্র 'কে লিখেছে জানি' দাবি শুভেন্দুর

বি টিম। মোদী ছিল বলে বাকিবুরকে নিয়ে বালু, সুকন্যা ,অনুব্রত মণ্ডল, পার্থরা জেলে। চোরদের আমরা নিকেশ করে চলেছি।"

পাল্টা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "শুভেন্দু তৃণমূলের প্রোডাক্ট। তাই পোশাক বদলে বাহ্যিক পরিবর্তন হয়, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয় না। সিপিএমই আপসহীন ভাবে লড়ছে।" কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়ও বলেন, "যাহা বিজেপি, তাহা-ই তৃণমূল। এ আমাদের কথা নয়। এ কথা তৃণমূল ও বিজেপির কমন নেতা মুকুল রায়ের। ইডি-সিবিআইয়ে এই তদন্ত তদন্ত খেলা সবটাই তৃণমূল-বিজেপির বোঝাপড়া।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ১০ নভেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ফের বিস্ফোরক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, মন্ত্রীর নির্দেশেই নিজের স্ত্রী এবং মাকে ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর করতে হয়েছিল তাঁকে। আর এবার ফের একবার মন্ত্রীকে নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। বুধবার সংবাদমাধ্যমকে অভিজিত দাস জানান, রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্ত সহায়কের পদে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ২০১১ সালে।এদিকে ইডি সূত্রের দাবি, ১০ জনেরও বেশি ব্যক্তির নাম রয়েছে ওই ডায়েরিতে। জানা গিয়েছে, কেন তাঁরা মন্ত্রীকে নগদ টাকা পাঠাতেন এবং সেই টাকার উতস কী, ইডি তা জানতে চাইবে তাঁদের কাছে। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির দাবি, ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ১২ হাজারেরও বেশি ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, রেশন দোকানের মালিকের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই এক দশকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ইডির। আর তদন্তকারীরা বলছেন, এই গোটা নেটওয়ার্কের মাস্টারমাইন্ড নাকি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিজেই।তবে সেই কাজে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। এই আবহে পারিপার্শ্বিক চাপে পড়েই নাকি ২০১৪ সালে তিনি মন্ত্রীর আপ্ত সহায়কের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই আবহে তাঁর দাবি, এক সময়ে মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক হলেও দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। (খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে বাংলার গরিব মানুষের ৩০% রেশন, দাবি করল ইডি)

তিনি গতকাল এই নিয়ে বলেন, '২০১১ সালে আমি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্ত সহায়ক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। পরে আমার মনে হয়েছিল, ওই জায়গায় কাজ করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। মন্ত্রীর কাছে নানা ধরনের মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত। সেই পরিবেশ কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল আমার জন্য। তাই বেরিয়ে এসেছিলাম।' এদিকে মন্ত্রীর হয়ে কাজ করায় 'অস্বস্তি'র উল্লেখ করলেও তা নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি অভিজিত দাস।এদিকে সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে অভিজিতের বাড়ি থেকে একটা মেরুন ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। সেই ডায়েরিতে অনেক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে 'বালুদা'-র। সেই ডায়েরি যে তিনিই লিখতেন তা স্বীকার করেছেন অভিজিত। ডায়েরি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'আমি ডায়েরি লিখতাম। ওটা আমার কাছে রেখেছিলাম। তবে ওই ডায়েরির বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। ঘটনার তদন্ত করছে ইডি।'

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক ডায়েরি সামনে আসছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই মামলায় সামনে এসেছিল 'মেরুন ডায়েরি'। মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক অভিজিত দাসের থেকে মিলেছিল সেই ডায়েরি। সেই ডায়েরিতে নাকি ছিল এই দুর্নীতির আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত অনেক তথ্য। এদিকে ইডির দাবি, অভিজিতের কাছ থেকেই উদ্ধার হয়েছে আরও তিনটি ডায়েরি। সেই সব ডায়েরিতেও আছে প্রচুর তথ্য

।এমনকী এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও একটি ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই ডায়েরিতেই মন্ত্রীকে পাঠানো ব্যবসায়ীর মাসিক টাকার হিসেব মিলেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বালু সহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি ডায়েরি মিলেছে। সেই ব্যবসায়ী আবার মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত। জানা গিয়েছে, সেই ডায়েরিতে দুর্নীতির চাল, আটা কেনার হিসেব রয়েছে। কত টাকা দিয়ে সেই সব খাদ্যদ্রব্য কেনা হত, তা উল্লেখ করা রেছে। কোন কোন ব্যবসায়ীকে আবার সেই দুর্নীতির চাল, আটা বিক্রি করা হয়েছে, তাও লেখা রয়েছে সেই ডায়েরিতে। একাধিক প্যাকেজিং সংস্থার নাম রয়েছে সেই তালিকায়। জেরার মুখে সেই ব্যবসায়ী নাকি মেনে নিয়েছেন যে এক দশক ধরে বেআইনি ভাবে তিনি চাল, আটা কিনে তা বিক্রি করতেন। রেশন দ্রব্য কেনা বেচার কোনও লাইসেন্সও তার নেই। এদিকে এই ডায়েরিতে যাদের নাম রয়েছে, তাদের নিয়ে তদন্তে নেমেছ ইডি। এছাড়া সেই ডায়েরিতে 'মাসোহারা' দেওয়ার হিসাব রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। অবশ্য, ওই ডায়েরিতে লেনদেনের যে হিসাব রয়েছে, তাতে কোনও স্বাক্ষর নেই। তাই এই ডায়েরিকে প্রমাণ হিসেবে ধরা যাবে না। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে এই সব ডায়েরির পাতা।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

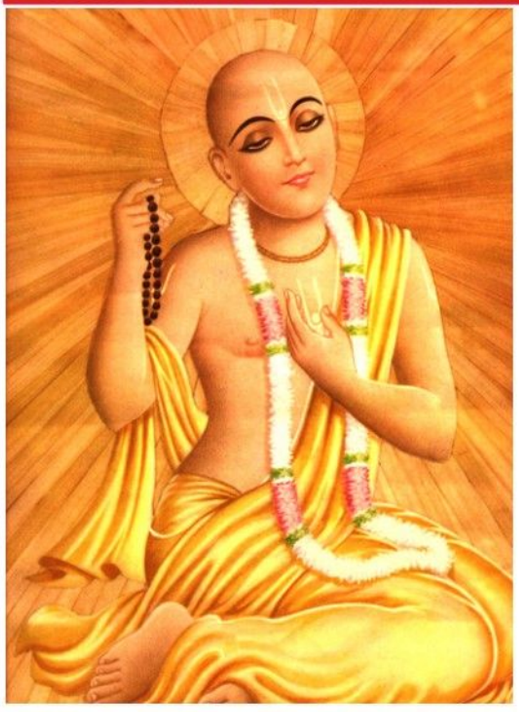

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই বলাই যেতে পারে চৈতন্য পরবর্তীকালীন তার জন্মস্থান কিছু সময়ের জন্য লুপ্ত অবস্থায় ছিল তারপর সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস এর ফলে তাদের দ্বারা সংস্কৃত শব্দ মায়াপুর থেকে মিয়াপুর/ মেয়াপর/ মিঞাপুর হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। এপ্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

রাজনীতির বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা অত্যান্ত সৎ, রাজনীতি থেকে শতগুণ দূরে থাকে। তারাই একমাত্র সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর, আর সেইসব সৎ মানুষের উপরে আজও যেন রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত জঘন্য ভাবে পড়েছে। ভালো মানুষকে ভালো জায়গা রাখার মত সৎ মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক বিদ এরাজ্যে নেই বলে মনে হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মহলের। গণতন্ত্রের বাইরে আমরা আজ একনায়কতন্ত্র ও জোর-জুলুমের শাসন করার চেষ্টা করছি। এসব বন্ধ হওয়ার স্বপ্ন আমরা কিভাবে দেখি না তবে বাস্তব স্বপ্ন দেখাটাই অনেক ভালো। তাই বলবো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতা ও নেতৃত্ব শব্দযুগল বহুল পরিচিত। সবার ওপরে একটি বিষয়ে বাঙালিদের আগ্রহ লক্ষণীয়। আর তা হলো 'রাজনীতি'। বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। পেটে ভাত বা পকেটে টাকা না থাকলেও অনেক সময় চলে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া বাঙালির যেন জীবন অচল। বলা যায় জন্মগতভাবেই বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। চায়ের দোকানে, বাসে বা ট্রেনে, আড্ডায় বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অনায়াসেই উঠে আসে রাজনৈতিক আলোচনা। এটা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় উঁচু পর্যায় থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা এমনকি গ্রাম-গঞ্জে প্রতিটি জায়গায়ই দেখা মেলে নানা ধরনের সংগঠনের। ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, শিল্পী, উকিল, ডাক্তার থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত। সবাই নানা নামে, নানা ভাগে গোষ্ঠীবদ্ধ। এর পেছনেও থাকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব। থাকেন নেতা। তা নিয়েও চলে নানা রাজনীতি। নেতা হন অনেকে সেবা করতে। অনেকে নিজ স্বার্থ উসুল করতে। বর্তমানে বলা যায়, সাধারণদের ওপর ভর করে তর তর করে উঠে যাওয়ার নামই রাজনীতি। যে নেতা যত চতুরতার সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারেন বলা হয় তিনি তত ভালো রাজনীতিবিদ। তিনি তত ভালো রাজনীতি বোঝেন। প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সেই নেতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সাধারণরা। তুলে আনে নতুন কাউকে। আবার শুরু হয় স্বপ্ন দেখা। বাঙালি স্বপ্নবাজ জাতি। আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি বাঙালি জীবনে সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশজুড়ে, তার ইতিহাস যদি আমরা জানতে চায় তাহলে বিগত দিনের কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়।স্বাধীনতার আগে ভারতে সংবাদপত্রের ধারণাটা মোটামুটি একই রকম ছিল প্রকাশক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বাধীনতার আগে সকলের স্বার্থ বা লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিমুখও বদলাতে থাকে। চলে আসে বিজ্ঞাপনের স্বার্থ। তারপরে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো না হলেও পরোক্ষে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনও জনমত তৈরি করতে পারে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এই মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হল ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গিয়েছে, কোনও দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলে প্রথমেই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় তারা দখল করে নেয়। এখন গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারও হয়তো অন্য ভাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মনে রাখা দরকার, অনেক সংবাদপত্রেরই আয়ের বড় অংশ আসে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে। বর্তমানে সরকারি সেই বিজ্ঞাপন যেন আজ মাঠে মারা যাচ্ছে ,অনেক কাগজ আছে যারা সরকারি বিজ্ঞাপন এখন আর ঠিকমতো পায় না। না পাওয়ার ফলে কাগজের আর্থিক অবস্থা প্রচন্ড ভেঙে পড়েছে, আর সে কারণে সংবাদ পত্রিকার বহু সাংবাদিক কর্মীরা আজ যেন জীবনে চলার পথে বহু বাধা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়,আমাদের দেশে সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন? ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। ২০১৬ সালে ছিল ১৩৩ এবং তার আগের বছর ছিল আবার সেই ১৩৬ নম্বরেই। মানে সামান্যতম হেরফেরটুকু বাদ দিলে ভারতে সাহসী সাংবাদিকতার পরিসর প্রায় নেই বললেই চলে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা না দেয়, তা হলে সাংবাদিকরা কী ভাবে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করবেন? সাংবাদিকরা যদি নিরপক্ষ ভাবে কাজই না করতে পারেন তা হলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে প্রাভদা (যার বাংলা তর্জমা করলে হয় সত্য)এবং বর্তমান চিনের জিনহুয়া সংবাদসংস্থার মতো একটি সংস্থা খুললেই হয়। চিনে যে ৪২টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, প্রতিটিই শাসকদলের এবং সবকটি সংবাদপত্রের খবর ও ছবির মূল উৎস হল জিনহুয়া। সব কিছুর পিছনে একটা কমাগত অন্যরাই ও তার ইতিহাস বর্তমান স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, সেই ইতিহাস চর্চা আর সে কথাগুলো আমার কলমে আজ কয়েকটা স্মৃতি তুলে ধরতে চাই।সামরিক অভ্যুত্থান না হলেও এ দেশে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেই সংবাদওচেপে দেওয়া'র জন্য সেই রাতে রাজধানী দিল্লির বহু সংবাদপত্রের অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল বলে তৎকালীন সময়ের সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি। সেই সময় (এখনও) আকাশবাণী ও দূরদর্শন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং অন্য কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল না।দেশে জরুরি অবস্থা চলার সময় অনেক সাংবাদিককে কারাবাস করতে হয়েছে। নিয়মিত 'সেন্সর' করা হয়েছে সংবাদ ও ব্যঙ্গচিত্র। সেই সময় কে শঙ্কর পিল্লাইয়ের জনপ্রিয় কার্টুন পত্রিকা শঙ্করস উইকলিও বন্ধ হয়ে যায়। সাংবাদিকতা জীবন থেকে একটু দূরে চলে গেলে সব জানো ইতিহাস চর্চার পিছনে আবছা অন্ধকারের মত আলো আঁধারে স্বপ্নে বিভোর। তবে দেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকরা অনেকটাই সুস্থ মানসিকতার সাথে আজ সাংবাদিকতা করতে পারছে সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৌলতে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

একই পার্টিতে সালমান-ঐশ্বরিয়া!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেলিব্রিটি ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা তার মুম্বাইয়ের বাসভবনে একটি গ্র্যান্ড দিওয়ালি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। গোটা বলিউডই প্রায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন থেকে শুরু করে জাহ্নবী কাপুর, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, কিয়ারা আদভানি, সকলেই রাজকীয় আয়োজনের অংশ হয়েছিলেন। তবে নজর কেড়ে নেন সালমান খান। তার ক্যাজুয়াল পোশাক ছিল আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

পার্টিতে এথনিক সাজে হাজির হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। রানি ও লালের এক অনবদ্য মিশেলের সালোয়ার কামিজ পরেছিলেন তিনি। ফুল স্লিভ হাতায় ও ওড়নায় ছিল ভারি রূপোলি এমব্রয়ডারির কাজ। সঙ্গে খোলা চুল, গাঢ় রঙের লিপস্টিক। শুধু ঐশ্বরিয়া নন, পার্টিতে চোখ ধাঁধানো সাজে হাজির ছিলেন অনন্যা পাণ্ডে, জাহ্নবী কাপুর, সারা আলি খানের মতো অনেক তারকাই। তবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ক্যাজুয়াল পোশাকেই পার্টিতে উপস্থিত হন সালমান। নেভি ব্লু রঙের কার্গো প্যান্ট সঙ্গে নীল রঙের টি-শার্ট। আর সেই নিয়েই তুমুল সমালোচনা সোশ্যাল মিডিয়ায়।

একই পার্টিতে সালমান ও ঐশ্বরিয়াকে পাশাপাশি দেখে নেটিজেন জানতে চেয়েছেন তারা একসঙ্গে জুটি বাঁধছেন কিনা। সেই প্রশ্ন নিয়েই নেটপাড়ায় চলে তরজা। কেউ কেউ মনে করেন তারা কখনওই আর একসঙ্গে ছবিতে কাজ করবেন না। অনেকের মত, সালমান রাজি হলেও ঐশ্বরিয়া কোনও দিন এই প্রস্তাব মেনে নেবেন না।

রাশমিকার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, সরব হলেন অমিতাভ

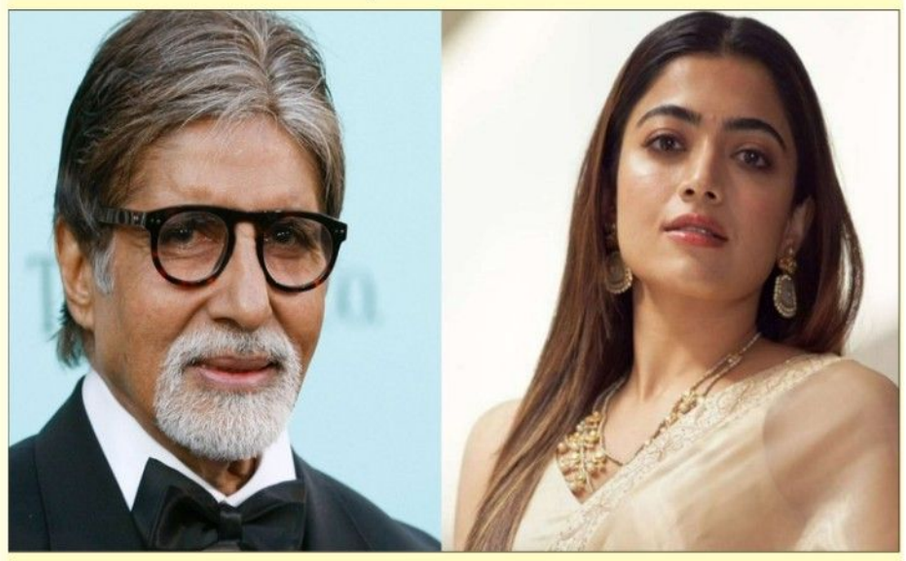

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার একটি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সে ভিডিও নিয়েই এখন চলছে জোর চর্চা। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন অমিতাভ বচ্চনও। সম্প্রতি ওই ভিডিওটি নিয়ে ভারতীয় এক সাংবাদিক ভিডিওটি তার টুইটারে (এক্স) পোস্ট করেছেন। আর ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ডিফেক ভিডিওর বিরুদ্ধে ভারতে আইন ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো করা জরুরি। আপনারা ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী রাশমিকার এই ভাইরাল ভিডিও দেখেছেন। কিন্তু এটি ফেক ভিডিও। জারা প্যাটেলের বডিতে রাশমিকার মুখ বসানো হয়েছে।'

সাংবাদিকের এই টুইট শেয়ার করেছেন রাশমিকার সহশিল্পী অমিতাভ বচ্চন। আর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'হ্যাঁ, এ বিষয়ে কঠিনভাবে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।' রাশমিকার এ ভিডিও নিয়ে জোর চর্চা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি তিনি। অমিতাভের টুইটের বিপরীতেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি তার।

রাশমিকার পরবর্তী সিনেমা 'অ্যানিমেল'। এতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন তিনি। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা পরিচালিত এ সিনেমা আগামী ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে। এটি প্রযোজনা করেছেন গুলশান কুমার।

টম ক্রুজ হতে গিয়ে ব্যর্থ, ব্যাপক সমালোচনায় কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত, বলিউডের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। পেশাগত কারণে যতটা আলোচনায় থাকেন তিনি, তার চেয়ে বেশি ঘোরাফেরা বিতর্কিত পরিসরে। বিতর্ক যার পিছু ছাড়ে না তিনিই কঙ্গনা।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে কঙ্গনার নতুন সিনেমা 'তেজাস'। তবে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই ছবি। ভারতের বেশিরভাগ হল থেকে ছিটকে যাচ্ছে ছবিটি। ভারতীয় সিনেমা বিশেষজ্ঞ কোমল নাহতা বলেন, "এটি একটি খারাপ চলচ্চিত্র, হলিউডের 'টপ গান' মুভির ধারেকাছেও নেই কঙ্গনার 'তেজাস'। অর্থাৎ টম ক্রুজ হতে গিয়ে এখন সমালোচনার মুখে ভারতীয় এই অভিনেত্রী।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, উদ্বোধনী সপ্তাহে ৬০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমা তিন দিনে আয় করতে পেরেছে মোটে ৩ কোটি রুপি।

বলিউডের যেকোনো অভিনেত্রীর তুলনায় বর্তমানে কঙ্গনা রানাউতের ঝুলিতে কাজের সংখ্যা বেশি হলেও বক্স অফিসে তার বাজার মন্দা চলছে। এর আগে 'থালাইভি' ফ্লপ হয়েছিল। এরপর ৮৫ কোটির 'ধাকড়' বক্সঅফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত 'চন্দ্রমুখী ২'-এর রেজাল্টও বক্স অফিসে ভালো নয়। এবার যুদ্ধবিমানের পাইলটের চরিত্রে নির্মিত 'তেজাস' সিনেমা বক্স অফিসে ফের ব্যর্থ।

সাবেক প্রেমিকদের নিয়ে মুখ খুললেন ঋতাভরী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাঝে শোনা গিয়েছিল চিকিৎসক প্রেমিক তথাগত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে ঋতাভরী চক্রবর্তীর। তবে সে গুড়ে বালি। কিছুদিন আগে লক্ষ্মীপূজার সময় প্রেমিকের সঙ্গে সেলফি তুলে পোস্ট করে এ তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের বিচ্ছেদ হয়নি মোটেও। এদিকে তথাগতর সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনার মাঝেই প্রাক্তন প্রেমিকদের নিয়ে মুখ খুললেন ঋতাভরী।

সম্প্রতি ঋতাভরী এক সাক্ষাৎকারের মজার রিল ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি কথা বলেছেন প্রথম ডেটে যাওয়া নিয়েও। তিনি বলেন, 'আমার প্রথম প্রেম ক্লাস নাইনে। আমি আমার প্রাক্তন প্রেমিক, বলা ভালো প্রথম প্রেমিক এক রোববার আইসক্রিম পার্লারে গিয়েছিলাম।'

প্রথম কবে ব্রেক আপ হয়েছিল এমন প্রশ্নের জবাবে ঋতাভরী বলেন, 'তখন আমি কলেজে পড়ি। তবে এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না। আমার মনে হয় আমাদের অনেকেরই এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে, যেটার কথা মনে এলেই মনে হয়, এটা না হলেই ভালো হত।'

লক্ষ্মীপূজার দিন তথাগতর গালে গাল রেখে ছবি পোস্ট করে ঋতাভরী লিখেছিলেন, 'আমি আর চিকিৎসক তথাগত অষ্টমীর দিন একসঙ্গে ছবি তুলতে পারিনি। লক্ষ্মীপূজার দিন ছবি তুলে ম্যানেজ করছি। তবে এই ছবিতে আমায় দেখতে বেশ ভালো লাগছে।'

তবে বহুদিন পর তথাগতর সঙ্গে ঋতাভরীর ছবি দেখে অবাক হয়ে যান নেটপাড়ার লোকজনও। তবে এটুকু বুঝতে কারোর বাকি নেই, ঋতাভরীর ও তথাগত নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ফের এক হয়েছেন।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে

চমক রেখে দল ঘোষণা ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপ থেকেই বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ব্রাজিল। ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ড্রয়ের পর উরুগুয়ের বিপক্ষেও ২-০ গোলে হেরেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এদিকে চলতি মাসেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে সেলেসাওরা। ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে আগামী ২৪ নভেম্বর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। সেই ম্যাচে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের পাশাপাশি মেসির পায়ের জাদু দেখার অপেক্ষায় ফুটবল সমর্থকরা। ব্রাজিলের মারাকানায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ম্যাচটি।

তবে সেলেসাওদের বড় দুশ্চিন্তার নাম ফুটবলারদের চোট। চোটের কারণে দেখা মিলবে না ব্রাজিলিয়ান পোস্টারবয় নেইমার জুনিয়রের।

হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় নেইমার জুনিয়রকে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। তাই লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে।

নেইমারের পর চোটের তালিকায় যুক্ত হন সেলেসাওদের মিডফিল্ডার ক্যাসেমিরো। এবার তাদের ছাড়াই কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে।

নেইমার ও ক্যাসেমিরো না থাকলেও বেশ কিছু চমক আছে ঘোষিত স্কোয়াডে। প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ডগলাস লুইস, পেপে, জোয়াও পেদ্রো, এনদ্রিক ও পাওলিনিয়ো।

কলম্বিয়ার ঘরের মাঠে আগামী ১৬ নভেম্বর ও ২২ নভেম্বর মারকানা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। তবে বড় তারকাদের ছাড়া এ ম্যাচ কঠিন হবে, সেটা আঁচ করতে পারছেন ব্রাজিল কোচ দিনিজ।

তার ভাষ্য, দুটো ম্যাচই কঠিন। আর্জেন্টিনা গত বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন। তাদের দলে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় (লিওনেল মেসি) এবং অন্যান্য সেরা খেলোয়াড়রা আছে। কয়েক যুগ ধরে কলম্বিয়াও বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখাচ্ছে। তাদের খেলোয়াড়রা ইউরোপের সেরা লিগগুলোতে খেলে। তাছাড়া তাদের দেশে গিয়ে খেলাটা বেশ কঠিন হবে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ব্রাজিলের ৭ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আর্জেন্টিনা।

ব্রাজিল স্কোয়াড :

গোলরক্ষক : অ্যালিসন বেকার, এডার্সন ও লুকাস পেরি

ডিফেন্ডার : ব্রেমার, গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালেস,মার্কুইনস, নিনো, এমার্সন, রেনান রোদি ও কার্লোস আগুস্তো

মিডফিল্ডার : আন্দ্রে, ব্রুনো গিমারেস, ডগলাস লুইজ, জোয়েলিন্টন, রাফায়েল ভেইগা ও রদ্রিগো

ফরোয়ার্ড : এনড্রিক, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, ভিনিসিউস জুনিয়র, জোয়াও পেদ্রো, পলিনিও, পেপে ও রাফিনিয়া।

বিশ্বকাপ ধামাকা

লঙ্কানদের হারিয়ে সেমির দ্বারপ্রান্তে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জয়ের মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের বোলাররাই। লক্ষ্য ছিল মাত্র ১৭২ রানের। কেন উইলিয়ামসনের দল জিতেছে ৫ উইকেটে, ১৬০ বল হাতে রেখে। এই জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চার নম্বরে নিউজিল্যান্ড, সেমিফাইনালে দিয়ে রেখেছে এক পা।

রানরেটও বেশ ভালো নিউজিল্যান্ডের (০.৭৪৩)। এতে সেমিতে ওঠতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কাজটি হয়ে পড়েছে প্রায় অসম্ভব। ফলে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পর শেষ দল হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালে খেলা এখন অনেকটাই নিশ্চিত।

লঙ্কানদের এমন ভরাডুবিতে আদতে লাভ হয়েছে বাংলাদেশ দলের। নিজেদের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে না হারলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা থাকবে টাইগারদের। যদি না। এছাড়া নেদারল্যান্ডস অবিশ্বাস্যভাবে ভারতকে হারিয়ে না দিলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবে।

১৭১ রানের জবাবে কিউই দুই ওপেনারে উড়ন্ত সূচনা পায় নিউজিল্যান্ড। এই উদ্বোধনী জুটি ভাঙে ৮৬ রানের মাথায়। ৪২ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলে আউট হন কনওয়ে। রাচিনও থেমেছেন ফিফটির আগেই। দলের ৯৩ রানের মাথায় ৩৪ বলে ৪২ রান করে আউট হয়ে যান রাচিন রবীন্দ্র। পরে কিউইদের রানের গতি সচল রাখেন চারে নামা ড্যারিল মিচেল। তবে ৩১ বলে ৪৩ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে আউট হন তিনি। জয়ের বাকি কাজটা সেরেছেন গ্লেন ফিলিপস। ১০ বলে ১৭ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ফিলিপস। ১৬০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় পায় নিউজিল্যান্ড। শ্রীলংকার হয়ে ২ উইকেট নেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। এছাড়া ১টি করে উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা এবং দুশমন্থ চামিরা। বেঙ্গালুরুর এম চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই দাপট দেখায় কিউই পেসাররা। দলীয় ৩ রানে নিশাঙ্কাকে আউট করেন টিম সাউদি। ৩২ রানের মধ্যে সাজঘরের পথ ধরেন অধিনায়ক কুশাল মেন্ডিস ও সামারাবিক্রমা। চতুর্থ উইকেটে ৩৮ রান যোগ করে দলের বিপর্যয় কাটানোর চেষ্টা করেন ওপেনার কুশাল পেরেরা ও চারিথ আশালঙ্কা।

তবে ৭০ রানের মাথায় আবারও জোড়া আঘাত হানে কিউই বোলাররা। বলতে গেলে কুশল পেরেরা বাদে আর কোনো লঙ্কান ব্যাটারই থিতু হতে পারেননি। ২৮ বলে ৯ চার ও ২ ছক্কায় ৫১ রানে ফেরেন পেরেরা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩৯ রান আসে মাহিশ থিকশানার ব্যাট থেকে। শ্রীলঙ্কা আরও কম রানে অলআউট হতে পারতো, যদি না শেষ উইকেটে মহীশ থিকশানা ও মাদুশঙ্কা নিজেদের ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস না খেলতেন। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার দশম উইকেটে সর্বোচ্চ রানের জুটি গড়েছেন তারা। কিউইদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন ট্রেন্ট বোল্ট। এছাড়া রাচিন রবীন্দ্র, লকি ফার্গুসন ও মিচেল স্যান্টনারের শিকার দুটি করে উইকেট।

শচীনকে স্পর্শ করে কোহলি, 'তার মতো ভালো হতে পারব না'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৩৫তম জন্মদিনটা এর চেয়ে ভালোভাবে উদযাপন করতে পারতেন না বিরাট কোহলি। বিশেষ দিনটা কোহলি রাঙিয়েছেন ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক শচীন টেন্ডুলকারের কীর্তি ছুঁয়ে। টেন্ডুলকারের ওয়ানডে সেঞ্চুরি ৪৯টি।

৪৯তম শতরান করে ফেরার পরেই টুইট করেছিলেন শচীন। সেই বার্তায় প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) শচীন লেখেন, 'ভালো খেলেছ বিরাট। আমার ৩৬৫ দিন লেগেছে ৪৯ থেকে ৫০-এ যেতে। আশা করি, তুমি ৪৯ থেকে ৫০-এ চলে গিয়ে আমার রেকর্ড ভেঙে দেবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই। অভিনন্দন!'

ম্যাচের পর কোহলিকে সে কথা মনে করিয়ে দিতেই ভারতের সাবেক অধিনায়কের উত্তর, 'আমি কোনও দিনও শচীন হতে পারব না।'

কোহলি বলেন, 'আমার নায়কের রেকর্ড স্পর্শ করা আমার জন্যে অনেক বড় গর্বের বিষয়। আমি জানি, মানুষজন তুলনা করতে পছন্দ করে। কিন্তু তার দিকে আমরা সকলে তাকিয়ে থাকার কারণ তো ছিল অবশ্যই, আমি কখনোই তার মতো ভালো হতে পারব না। ব্যাটিয়ের বেলায় সে নিখুঁত। আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। যাই হয় না কেন, তিনি সবসময়ই আমার নায়ক হয়ে থাকবেন। এটা আবেগের মুহূর্ত। আমি জানি, আমি কোথা থেকে এসেছি। ওই দিনগুলো আমার মনে আছে, যখন তাকে টিভিতে দেখতাম। তার কাছ থেকে এমন প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে তাই অনেক বড় কিছু।'

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের

নতুন চেয়ারম্যান অর্জুনা রানাতুঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়া শুরু হয়েছে শ্রীলঙ্কার ওপর। কিছুদিন আগে দেশটার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে'র নির্দেশে পদত্যাগ করেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি মোহন ডি সিলভা। বাকিরাও পার পেয়ে যাননি। পুরো বোর্ডকেই বরখাস্ত করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে শ্রীলঙ্কাকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে। ১৯৭৩ সালে প্রণীত শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া আইনের অধীনে এই কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। রানাতুঙ্গা ছাড়াও কমিটিতে আছে আরও ছয়জন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সাবেক সভাপতি উপালি ধর্মদাসা, আইনজীবী রাকিতা রাজাপক্ষে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এস আই ইমাম, ইরাঙ্গানি পেরেরা ও রোহিনী মারাসিংহে, ব্যবসায়ী হিশাম জামালদিন। মাঠের বাইরের মতো মাঠের ক্রিকেটেও এলোমেলো শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপে সাত ম্যাচ খেলে দুটিতে জিতে পয়েন্ট তালিকার সাতে তারা। সবশেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাত্র ৫৫ রানে অলআউট হয়েছিল। সোমবার নিজেদের অষ্টম ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে কুশল মেন্ডিসের দল।

টাইম আউট হলেন ম্যাথিউস,

প্রথমবার দেখল বিশ্ব ক্রিকেট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টাইম আউট হলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামতে দেরি করায় আম্পায়ার টাইমড আউট দেন তাকে।

কোনো বল খেলার আগেই টাইম আউট হন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসেবে টাইম আউট হলেন তিনি। যে হেলমেট নিয়ে নেমেছিলেন, তাতে পুরো নিরাপদ বোধ করেননি ম্যাথিউস। পরে আরেকটি হেলমেট আনা হয়, কিন্তু সেটিও উপযুক্ত মনে করেননি ম্যাথুস। নিয়ম অনুযায়ী, একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী ব্যাটসম্যানকে ৩ মিনিটের মধ্যে খেলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু ম্যাথুস সেটি হতে পারেননি। ধারাভাষ্যে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে টাইম আউট দিয়েছেন আম্পায়াররা।

স্পিনে শক্তি বাড়িয়ে

বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পর টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে আসছে টিম নিউজিল্যান্ড। টেস্ট সিরিজের জন্য বাংলাদেশের কন্ডিশন মাথায় রেখে স্পিন শক্তি বাড়িয়ে টেস্ট দল ঘোষণা করল দলটি। চোটের জন্য টেস্ট সিরিজের দলে জায়গা হয়নি স্পিন অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েলের। তবে বিশ্বকাপে ভারতের কন্ডিশনে ভালো করায় টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন গ্লেন ফিলিপস।

বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটি ম্যাচেই দলকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট এনে দিয়েছেন ফিলিপস। মূলত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের কন্ডিশনকে মাথায় রেখেই। যে কারণে স্পিনের ওপর জোর দিয়েছে।

স্পিন অ্যাটাকে রাচিন রবীন্দ্র, ইশ সোধি, এজাজ প্যাটেলকে রাখা হয়েছে। তবে টেস্ট স্কোয়াডে রাখা হয়নি পেসার ট্রেন্ট বোল্টকে। বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ নভেম্বর সিলেটে। ৬ ডিসেম্বর মিরপুরে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দল-

টিম সাউদি (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম ল্যাথাম, ড্যারেল মিচেল, হেনরি নিকোলস, এজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

গোল করেই বাবার মুক্তি

চাইলেন লিভারপুল তারকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব লিভারপুলের কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজ। অলরেড শিবিরে যোগ দিয়ে প্রথম দুই মৌসুমে আলো ছড়ানোর পর মর্যাদার সাত নাম্বার জার্সি পেয়েছেন। সাদিও মানে চলে যাওয়ার পর বামপ্রান্তে আক্রমণের নেতৃত্বও দিচ্ছেন তিনি। লিভারপুলে স্বপ্নের মতোই দিন কাটছিল এই তারকার। কিন্তু গত মাসের শেষদিকে দিয়াজের এই স্বপ্নিল যাত্রায় ছেদ পড়ে। দিয়াজের নিজ দেশ কলম্বিয়ায় অপহৃত হন তার বাবা-মা। তার মাকে ফিরে পাওয়া গেলেও সন্ধান মেলেনি বাবার। যে কারণে লিভারপুলের শেষ ম্যাচেও ছিল না দিয়াজ। এমন জটিলতা নিয়েই লুটন টাউনের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়ের ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। আর ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করে দলকেও হারের মুখ থেকে বাঁচান তিনি। কিন্তু দিয়াজের মনটা যে বাড়িতেই পড়ে আছে, গোল করে টিশার্ট উঁচিয়ে দেখালেন 'আমার বাবার মুক্তি চাই' লেখাটা।

প্রায় আটদিন আগে লুইস দিয়াজের বাবা-মা অপহরণের হয়েছেন। কলম্বিয়া প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো নিজেই জানিয়েছিলেন এই সংবাদ। পরে গত শনিবার অবশ্য তিনি জানিয়েছেন, দিয়াজের মাকে কলম্বিয়ার উত্তরাঞ্চল বারানকাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার পর তিনি যোগ করে বলেছেন, 'আমরা তার বাবার উদ্ধারে এখনও খোঁজ চলমান রেখেছি।'

লুটনের বিপক্ষে ম্যাচে অবশ্য শুরু থেকে ছিলেন না দিয়াজ। মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে নুনেজ আর জোটাকে মাঠে নামিয়েছিল কোচ ইউর্গেন ক্লপ। তবে এই পরীক্ষিত আক্রমণভাগ নিয়েও লুটনের রক্ষণ ভাঙতেই পারেনি তারা। উল্টো ম্যাচের ৮০ মিনিটে তাহিত চংয়ের গোলে পিছিয়ে পড়ে ১৯ বার লিগজেতা ক্লাবটি। এরপরেই বদলি হিসেবে মাঠে নেমে অতিরিক্ত সময়ে ৯৫ মিনিটে আরেক বদলি হার্ভি এলিয়টের পাস থেকে গোল করে দলকে ১ পয়েন্ট এনে দেন কলম্বিয়ার এই উইঙ্গার।

এতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় স্থানেই থাকল লিভারপুল। ১১ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে ম্যানচেস্টার সিটি। ১ ম্যাচ কম খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ২য় স্থানে আছে টটেনহ্যাম হটস্পার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR